To what extent is the "Commercialisation theory" acceptable with respect to the decline of feudalism in the 13-14th Centuries? Explain your position in the light of the varying experiences of Western & Eastern Europe.

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে সামন্ততন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের প্রভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ? পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা কর।

(15)

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের বাঁধন শিথিল হতে আরম্ভ করে। অবশ্য দীর্ঘদিনের পুরাতন এই ব্যবস্থার পতন খুব দ্রুত সংঘটিত হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণবিকাশের জন্য যেমন কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি তার পতনও ঘটেছিল ধীর গতিতে এবং সর্বত্র সমান ভাবে নয়। পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য কয়েকটি কারণকে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই কারণগুলির গুরুত্ব ও তীব্রতা সবক্ষেত্রে সমানও ছিলনা। দ্বাদশ শতকের পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন এবং নতুন বাণিজ্য পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ যে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভবের একটি প্রধান কারণরূপে চিহ্নিত করেছেন।

অধ্যাপক মরিস ডব তাঁর গ্রন্থ "Studies in the Development of Capitalism" 1946 এ দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের সহজাত রক্ষনশীলতাই তার পতনের অন্যতম কারণ। তাঁর মতে ম্যানরগুলি প্রথম থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও পরিধি নিয়ে গড়ে উঠে, যার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত সমস্যার স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট করে দিতে থাকে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কৃষক উপনিবেশ পত্তন ও অনাবাদী জমি কর্ষনের ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো অবসাদ ছিলনা। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বাণিজ্যের বিকাশ ও নগরগুলির উত্থানেরই প্রত্যক্ষ ফল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে ম্যানরগুলির পক্ষে বেড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল।

উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমস্যা- অত্যধিক মরিস ডব সামন্ততান্ত্রিক নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় করে তোলার জন্য ম্যানর প্রভুদের দ্বারা ভূমিদাসদের অতিশোষণকে দায়ী করেছেন। ভূমিদাসদের প্রতি সামরিক সহায়তার প্রসার ভূস্বামী প্রভুদের অত্যাচার থেকে মিলেছিল। তাঁদের শ্রমের যথোচিত মূল্য বা মর্যাদা দেওয়ার কথা কেউ চিন্তা করেনি। এই শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় ম্যানর থেকে ক্রমশ ভূমিদাসরা পালিয়ে যেতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপে নগরের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভূমিদাসদের গা ঢাকা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের কারণেও সামন্তপ্রভুদের মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে এবং এই বর্ধিত চাহিদার জন্য তারা খাজনা শস্যের পরিবর্তে নগদে নিতে শুরু করেন যাকে বলা হয় খাজনার নগদীকরণ বা "Commutation of Rent"। ডবের মতে পশ্চিম ইউরোপে নগরের অস্তিত্ব যেমন একটি বিকল্প ব্যবস্থা তুলে ধরেছিল ভূমিদাসদের সামনে, পূর্ব ইউরোপে তেমনি নগরের অস্তিত্ব না থাকায় কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপে যেখানে পুঁজিবাদী কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া, পোল্যান্ড, বোহেমিয়া ও ও হাঙ্গেরীতে সামন্ত ব্যবস্থার পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল — যাকে এঙ্গেলস্ ২য় ভূমিদাসত্বের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল সুইজি ১৯৫০ সালে "Science and Society" নামক পত্রিকায় "Feudalism-A-Critique" নামক প্রবন্ধে মরিস ডবের সমালোচনা করেছেন। সুইজির মতে দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপে এমন এক ব্যবস্থা বজায় ছিল যার মূল- ছিল ভোগের জন্য উৎপাদন। (Production for use)। এই ব্যবস্থায় দেশ-ব্যবসাকালীন অল্পকিছু ভোগ্যপণ্য সম্ভবত, সাময়িক বাজারে বা ফেরিওয়ালার-মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় হত। এই ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু দশম শতক থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারের ফলে ভোগের জন্য উৎপাদনের স্থানাভিষিক্ত হয় বিনিময়ের অর্থনীতি (Economy of Exchange)। এই পরিবর্তিত উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রসূত ভোগ্যপণ্যের কিছু অংশ নাগরিকদের ব্যবহারে লাগত- আর গ্রামের কৃষিজীবীরাও নগরের বাজারে তাদের কৃষিপণ্য বিক্রয় করে অর্থে এর অংশবিশেষ কিনতে সক্ষম হতো।

Scanned with CamScanner

ক্রয় বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা (Production for market) সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণতার ও অবসানকারী এই ভাবেই প্রবল হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে বিনিময়ের অর্থনীতি বলা যায় আবার এর পর্যায়ে উৎপাদকের চরিত্রকেই সামগ্রিকভাবে পাল্টে দিয়েছিল। দশম, একাদশ শতক থেকেই উৎপাদকেরা মুনাফামুখী হয়ে পড়ে, যাদের শুধু ব্যবসায়ী বা বণিকেরা নয় সামন্তপ্রভুরাও উৎপাদনের এই ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। আর এর জন্য ভূস্বামী সম্প্রদায়ের এই অস্থিরতার ফসলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। আর এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের অভিঘাতে ম্যানর এবং ভূমিদাস প্রথা সেইসব অঞ্চলেই সর্বপ্রথম ভেঙে পড়তে থাকে যেখানে শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উত্তর ইতালি, দক্ষিণপূর্ব ফ্রান্স, এবং জার্মানীর রাইন উপত্যকায় অন্যান্য মানুষ শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

উত্তর ইতালি এবং নর্মান্ডি তে একাদশ শতকের মধ্যেই ভূমিদাস প্রথা অবলুপ্ত হয়ে পড়ে প্রায়। যেমন যেখানে ম্যানর প্রভুরা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক শর্তে জমির বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় যেখানে যেখানে ম্যানর প্রভু সেইসব ভূমিজপণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন তার নিজেদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। এই সব উৎপাদনের ব্যাপারে দাস শ্রমিক নিয়োগ মুনাফার অংশকেই শুধু বৃদ্ধি করতো তা নয় ম্যানরের সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকেও প্রভুরা অব্যাহতি পেতেন। তাই পশ্চিম ইউরোপে দশম শতকের পরবর্তীকালে শুধু ভোগের জন্য উৎপাদন ছেড়ে বিনিময়ের অর্থনীতি চালু হওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুইজি "বাণিজ্যিকীকরণের" তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। সুইজির মতে পূর্ব ইউরোপ ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর সাগরীয় তথা আন্তঃইউরোপীয় বাণিজ্যে প্রান্তিক অবস্থানে ছিল। ফলে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ এবং অর্থনীতিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল — পূর্ব ইউরোপে তা অনুপস্থিত ছিল।

Scanned with CamScanner

ফলে পূর্ব ইউরোপের নগরায়ন ঘটেনি। তাই পূর্ব ইউরোপে যখন পুনরায় দাঁড়িয়ে গেছিল।

সুইজির বক্তব্যের বিরোধীতা করে রবার্ট ব্রেনার - ১৯৭০ এর দশকে "Agrarian Class Structure & Economic Development in Pre-Industrial Europe" গ্রন্থে বাণিজ্যিকরণের তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপে সামন্ত প্রভুর - চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল, বাণিজ্যের পরিমান এতটা কম ছিলনা যে পূর্ব ইউরোপের নগরায়ন সম্ভব ছিলনা, ব্রেনারের প্রশ্ন তবে পশ্চিম ইউরোপের মত পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তন হল না কেন? ব্রেনারের মতে পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস একরকম ছিল না। পশ্চিম ইউরোপে কৃষকশ্রেণীর একটি আইনগত উপস্থিতি ছিল, রাষ্ট্রশক্তি এবং অভিজাতবর্গের মেলবন্ধনে অভাবে সাহায্য করত ভূমিদাসেরা, আর সে কারনেই ভূমিদাসদের অধিকার রক্ষা করত রাজশক্তি স্বয়ং।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বাদ দিলে রাষ্ট্রশক্তি বলে বিশেষ কিছু ছিলনা। স্বভাবতই সামগ্রিক নিরাপত্তার ভার সামন্তশক্তির ওপর ন্যস্ত থাকায় কৃষকরা সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তো। ফলে এখানকার সমাজে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়, তখন পূর্ব ইউরোপে সেখান থেকে লাভবান হয়েছিল শুধু সামন্তশ্রেণী। তাই - একদিকে ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে বলে মনে করেন রবার্ট ব্রেনার।

সুতরাং বহিরাগত শক্তি হিসাবে বাণিজ্য এবং নগরায়ন নিঃসন্দেহেই সামন্ততন্ত্রের পতনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল নগরায়নের প্রসার ঘটলে বণিক ও বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, পূর্ব ইউরোপে যেখানে ২য় ভূমিদাসত্বের যুগ শুরু হয় সেখানে পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশেষায়ন (specialisation) শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে বিনিময় ছিল, এবং তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ।